গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স-১ অধিশাখা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত কর্মশালার (সভা) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এন এম জিয়াউল আলম সচিব , সমন্বয় ও সংস্কার
সভার তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম মহোদয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে ড: মো: আব্দুল মান্নান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম সভার আলোচ্যসূচি এবং অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার জুন-আগস্ট ২০১৮ মাসের ই-নথি কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

২। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	বিস্তারিত	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ই-নথি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা	১। সভায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ই-নথি কার্যক্রমের গত জুন-আগস্ট, ২০১৮ মাসের মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম সন্তোষজনক তাঁদেরকে সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অপেক্ষাকৃত বেশি ই-নথি ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাদের নিকট তাঁদের সাফল্যের কারণসমূহ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ করেন: ক) এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সকল কর্মকর্তাকে ০২ দিনের ব্যবহারকারী ও ০১ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; খ) প্রতি ডেস্কে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদান করেন; গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে সমন্বয় সভায় উইংভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়; ঘ) যেসকল কর্মকর্তা ই-নথিতে অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করেন তাঁদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে; এবং ঙ) বড় ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয় এবং তা থেকে ই-নথিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে হার্ডকপি শাখায় সংরক্ষিত থাকে।	১.১ যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-নথিতে ভাল পারফরমেন্স প্রদর্শন করছে সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশংসাসূচক পত্র প্রেরণ করবে। ১.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা্র ক্ষেত্রে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে। ১.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী এটুআই প্রোগ্রাম ই-নথির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ১.৪ যে সকল দপ্তর ই-নথিতে পিছিয়ে আছে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করবে।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২।অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ৩। এটুআই প্রোগ্রাম

২	ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্রগ্রহণ ও পত্রজারি	২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর এবং বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্রগ্রহণ ও পত্রজারি করা প্রয়োজন। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ১৫(১)(গ) এ "ইলেক্ট্রনিক নোটিং, ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক অফিস পদ্ধতি চালু করতে হবে" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে জারিকৃত ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.২০৮ সংখ্যক স্মারক পত্রে ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্রগ্রহণ ও পত্রজারির নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি মাঠ প্রশাসনে ই-নথি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে আওতাধীন দপ্তরসমূহে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।	২.১ অংশগ্রহনকারী সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক আওতাধীন বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিসে ই-নথি ব্যবহারের মাধ্যমে পত্রগ্রহণ ও পত্রজারির নির্দেশনা প্রদান করবে। ২.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় – ক) অপেক্ষাকৃত বেশি ই-নথি ব্যবহারকারী বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে প্রশংসাপত্র প্রদান করবে। খ) অপেক্ষাকৃত কম ই-নথি ব্যবহারকারী বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে ই-নথি ব্যবহারে অধিক তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করবে। গ) মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে।	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ই-নথি ব্যবহার	৩। সভাপতি জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত মান অর্জনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এপিএ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩.১ এপিএ-তে নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ই-নথি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/ বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পত্র প্রেরণ করবে। ৩.২ এপিএ-তে ই-নথির জন্য নির্ধারিত নম্বর বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৪	বিবিধ	৪। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহ ই-নথি কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে: ক) সকল অনুবিভাগ/শাখাসমূহে ই-নথি ব্যবহার শুরু করা; খ) আওতাধীন অফিসসমূহে ই-নথি সিস্টেমে পত্র প্রেরণ এবং গ্রহণ; গ) অপেক্ষাকৃত বেশি নথি ব্যবহারকারী অফিসসমূহকে পুরস্কৃতকরণ; ঘ) কম নথি ব্যবহারকারী অফিসসমূহকে ই-নথি ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান; ঙ) ই-নথি বাস্তবায়নের হার পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং টিম গঠন; চ) ই-নথি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য কারিগরি টিম গঠন; ছ) অনলাইনে উপস্থাপিত নথি পুনরায় হার্ডকপিতে উপস্থাপন না করা; জ) ই-নথি বাস্তবায়নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচ্যসূচিভূক্তকরণ।	৪. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিবিধ আলোচোনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান করবে।	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।

৩। সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন যে, ২০১৫-১৬ সাল থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ই-নথির চর্চা শুরু হয়েছে। এ বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ই-নথির ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করছে। এছাড়া সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)তে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ই-নথি কার্যক্রমে সর্বোচ্চ নম্বর প্রদান করা হয়েছে। তিনি অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করেন।

৪। অত:পর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি প্রধান অতিথি মহোদয়ের সানুগ্রহ উপস্থিতি এবং সদয় নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব , সমন্বয় ও সংস্কার

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.১১০

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৫
১৪ অক্টোবর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২) সিনিয়র সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৩) সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৭) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ
৮) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯) সচিব, জন বিভাগ
১০) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
১১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১২) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৩) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
১৫) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
১৬) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৭) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৮) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১৯) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০) সচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
২২) সচিব, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
২৩) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২৪) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২৫) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৬) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৭) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৮) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২৯) সচিব, অর্থ বিভাগ
৩০) ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩১) অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩২) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
৩৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩৪) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ শাহগীর আলম
উপসচিব